০৮-০৮-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই রুহানী পড়া ধারণ করার জন্য তোমার বুদ্ধি পবিত্র, স্বর্ণ পাত্র হওয়া প্রয়োজন, পবিত্রতার রাখী বাঁধো, তোমরা রাজত্বের তিলক লাভ করবে"

প্রশ্নঃ - এই সময় বাবার থেকে তোমরা অর্থাত্ সব বাচ্চাদের কোন্ সার্টিফিকেট নেওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে ?

উত্তরঃ - পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য তোমাদের পবিত্রতার সার্টিফিকেট প্রয়োজন অর্থাত্ সুযোগ্য হওয়ার । এই সময় যখন পবিত্রতার পণ করো তখন বুদ্ধি গোল্ডেন এজেড হয়ে যায় । পবিত্রতার সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য বাবার রায় হলো - বাচ্চারা, অন্য সবকিছু থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে জ্ঞান চিতায় ব'সো । এক মাতাপিতাকে ফলো করো । প্রতিজ্ঞা করো যে তোমরা অবশ্যই পবিত্র হবে । বাবার সাথে সততা বজায় রেখে চলো ।

গীতঃ- ও ভাই রে ! রাখী বন্ধনের ডোর রক্ষা কোরো....

ওম্ শান্তি । তোমরা বাচ্চারা এই গান অনেকবার শুনেছ । ভক্তিমার্গে মানুষ রক্ষাবন্ধন উত্সব পালন করে এবং এই গানও গাইতে থাকে । এখন এই পথ হলো জ্ঞান মার্গের । বাবা বাচ্চাদের বলেন, বাচ্চারা তোমরা মায়া, রাবণকে জয় করে জগৎজিৎ অর্থাত্ জগতের মালিক হয়ে যাবে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে মেহনত করতে হয় পাঁচ বিকারকে জয় করার জন্য ! এর মধ্যে কামবিকার হলো মহাশত্রু । পবিত্রতার কারণে পারিপার্শ্বিক অশান্তি এবং মারদাঙ্গা হয়। একমাত্র উচুঁ থেকেও উচুঁ বাবা মায়াকে জয় করতে তোমাদের সমর্থ বানিয়ে জগতের মালিক বানিয়ে দেন । তোমরা বাচ্চারা জানো যে বেহদ বাবার থেকে উত্তরাধিকার লাভ করতে তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । জাগতিক পড়াও পবিত্রতার আশ্রয়েই পড়া হয় । এটা হলো রুহানী পড়া । এখানে স্বর্ন পাত্র অর্থাৎ পবিত্র পাত্র চাই যেখানে জ্ঞান ধন থাকতে পারে । এই পাত্র পবিত্র হতে সময় লাগে, কারণ সবার পাত্র এখন পাথরের হয়ে গেছে । বাবা বোঝান, এখন তোমাদের পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরতে হবে । তোমরা যত বেশি জ্ঞান যোগ ধারণ করবে ততই তোমাদের বুদ্ধি পবিত্র হতে থাকবে । কারন বুদ্ধিতে এখন এই সচেতনতা আছে যে, আমাকে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । তোমাকে আয়রন এজ থেকে কপার এজে,তারপর সিলভার এজে এবং তারও পরে গোল্ডেন এজে যেতে হবে । এই পড়া এমনই যে চলতে চলতে মায়া তোমাদের ওপর হামলা করে । সবাই পবিত্র থাকতে পারেনা । মায়া অনেক তুফানের সৃষ্টি করে । আয়রন এজ থেকে কপার এজে যখন যাচ্ছ সেই সময় মায়ার তুফান তোমাদের ঘিরে ফেলে, তখন বুদ্ধি আবার আয়রন এজেড হয়ে যায় এবং তোমরা পড়ে যাও । তোমরা যেমন অবশ্যই পড়বে পরে আবারও উঠবে । ওঠার পর তোমরা কপার এজে যাও, তারপর সিলভার এজে, তারপরে গোল্ডেন এজে । পড়তে পড়তে এবং জ্ঞান শুনতে শুনতে আমাদের বুদ্ধি শেষে গোল্ডেন এজেড হয়ে যায় । তখন আমরা আমাদের দেহ ত্যাগ করি । এই সময় পতন- উত্থান খুব হতে থাকে । এটা অনেক টাইম নেয় । যখন তোমার বুদ্ধি গোল্ডেন এজেড হয়ে যায় তোমরা রাজ্যাধিকারী হয়ে যাও । গাওয়া হয় যে পবিত্রতার রাখী বাঁধলে তোমাদের রাজতিলক লাভ হবে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে তোমাদের রাজ্য প্রাপ্তির জন্য অবশ্যই পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করত হবে । জ্ঞান এবং যোগ ধারণ করতে কত সময় লাগে । গোল্ডেন এজ থেকে আয়রন এজের শেষে আসতে

পাঁচ হাজার বছর লাগে । তোমাদের এখন পড়তে হবে এবং সেটা এই এক জন্মেই হতে হবে । তুমি যত পড়বে খুশি ততই বাড়তে থাকবে । আমরা বুদ্ধিযোগ আর জ্ঞানযোগ দ্বারা রাজধানী স্থাপন করছি । সবকিছুতে বল থাকে । তুমি কম পড়লে কম বল আর বেশি পড়লে বেশি বল প্রাপ্ত করবে । তোমরা উঁচু পদও লাভ করবে । এটা এক্ষেত্রেও একই রকম, কম পড়লে কম পদ পাবে । বাবা বুঝিয়েছেন, এই ব্রাহ্মণ ধর্ম অনেক ছোট । ব্রাহ্মণেরাই সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী দেবতা হয় । তোমরা এখন পুরুষার্থ করছ । তোমাদের বোঝা উচিৎ এখনো পর্যন্ত তোমরা মাত্র কপার এজে পৌঁছেছ । তোমাদের সিলভার এজ এবং গোল্ডেন এজে যেতে হবে । শেষের দিকে বাচ্চাও অনেক হয়ে যাবে, তাই না ! সবকিছু নির্ভর করে পবিত্রতার ওপর । যত স্মরণে থাকবে তত বল লাভ করবে । তোমরা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ পবিত্র হয়ে ভারতকে পবিত্র বানাবে । বাচ্চারা রাখী বাঁধতে যাও যখন তোমাদের বোঝাতে হবে, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেও পতিত থেকে পবিত্র বানানোর জন্য তোমাদের রাখী বাঁধতে এসেছিলাম । রাখী বন্ধন শুধু একদিনের ব্যাপার নয় ; এটা শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে । তোমরা প্রতিজ্ঞা করার সাথে সাথে পড়ায়ও মনোযোগ দিতে থাকবে । তোমরা জানো যে জ্ঞান আর যোগের দ্বারা আয়রন এজ থেকে তোমাদের গোল্ডেন এজে যেতে হবে । তমোপ্রধান থেকে তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে । নতুন কেউ আসলে এইসব কথা বুঝতে পারবেনা । এইজন্য তোমাদের সাতদিনের ভাট্টি প্রসিদ্ধ । তোমাদের প্রথমে তাদের নাড়ি বুঝতে হবে । যতক্ষণ না তারা বাবার পরিচয় পাচ্ছে, তাঁর প্রতি আস্থা না রাখতে পারছে, তারা কিছু বুঝবে না । তারা তোমাদের দ্বারা পরিচয় পেতে থাকবে । ঝাড়ের বৃদ্ধি হতে থাকবে । স্বরাজ্য স্থাপন করতে সময় লাগে । যতক্ষণ না তোমরা গোল্ডেন এজের স্থিতিতে পৌঁছাচ্ছ ততক্ষণ সৃষ্টির বিনাশ হতে পারে না । একটা সময় আসবে যখন অনেক অনেক বাচ্চা থাকবে । এখন রক্ষা বন্ধনের সময় তোমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের কাছে যাবে । তাদেরও তোমাদের বোঝাতে হবে । পতিতপাবন বাবা এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে সঙ্গমযুগেই আসেন । ভারত প্রকৃতই পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়েছে । মহাভারতের লড়াই সামনে উপস্থিত । ভগবান বাবা বলেন, বাচ্চারা মায়া রাবণ তোমাদের শত্রু । বাকি অন্যান্যরা ছোট ছোট দেহধারী শত্রু । ভারতের সবচেয়ে বড় শত্রু রাবণ । এইজন্য পবিত্রতার রাখী বাঁধতে হবে । বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোমাদের – হে বাবা ! ভারতকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাতে আমরা পবিত্র থাকব । অন্যদেরও সেইরকম বানাবো । এখন সবাই রাবণের কাছে হেরে আছে । এক ভারতেই তারা রাবণের কুশপুত্তলিকা জ্বালিয়ে আসছে । অর্ধকল্প রাবণের রাজ্য চলে । এটা তোমাদের বোঝাতে হবে, না বুঝে রাখী বাঁধার কোনো অর্থই হয়না । এই কাহিনী শুধু তোমরা জানো । আর কেউ বলবেনা, পাঁচ হাজার বছর আগেও বাবা বলেছিলেন, সত্যযুগে সাধারণ নর থেকে নারায়ণের পদ লাভ করবে । একমাত্র তোমরা পারো সত্য নারায়ণের বা অমরনাথের কাহিনী শোনাতে । তোমাদের বোঝাতে হবে যে ভারত পবিত্র ছিল , সোনার দেশ ছিল । এখন পতিত হয়েছে, লৌহ দেশ বলা যাবে । বাবার পরিচয় দিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করো তারা এটা বিশ্বাস করে কিনা । বাবা ব্রহ্মা দ্বারা উত্তরাধিকার দিয়ে আসছেন । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো । তোমাদের চুরাশি জন্ম শেষ হয়ে আসছে, মায়ার কাছে তোমরা পরাজিত । এখন আবারও একবার তোমাদের মায়াকে জিততে হবে । বাবা এসে বলেন বাচ্চারা এবারে পবিত্র হও । বাচ্চারা বলে, হ্যাঁ বাবা । আমরা অবশ্যই তোমার সহায়ক হবো । পবিত্র হয়ে ভারতকে নিশ্চয়ই পবিত্র বানাবো । তাদের বলো আমরা তোমাদের থেকে কোনো পয়সা নিতে আসিনি আমরা বাবার পরিচয় দিতে এসেছি । তোমরা তো সবাই বাবার সমান, তাই না ! বাবা এসে মেসেজ দেন । রায় দেন, হে বাচ্চারা, বুদ্ধি থেকে সবাইকে সরিয়ে দাও । তোমরা অশরীরি হয়ে এসেছিলে । প্রথমে তোমরা স্বর্গে পার্ট প্লে করেছিলে । তোমরা গৌরবর্ণ

অর্থাৎ তোমরা পবিত্র । তারপর কামচিতায় বসে তোমরা কালো হয়েছ । ভারত গোল্ডেন এজেড ছিল । এখন ভারতকে আয়রন এজেড বলা হয়ে থাকে । এখন আবার কামচিতা থেকে উঠে জ্ঞানচিতায় বসতে হবে । বাবা বলেন, সদাসর্বদা আমাকে স্মরণ করো । পবিত্রতার পণ করো । আমরা ভাইবোন, এক বাবার বাচ্চা । তোমরাও তাঁর বাচ্চা, কিন্তু তোমরা নিজেদের তা' মনে করোনা । একমাত্র বি. কে . হলে তোমরা শিবাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করতে পারো । এটা পতিত ভ্রষ্টাচারীদের দুনিয়া । একজনও শ্রেষ্ঠাচারী নেই । সত্যযুগে একজনও ভ্রষ্টাচারী থাকেনা । এটা বেহদের ব্যাপার । সমগ্র শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়ার স্থাপন করা একা বাবার কাজ । আমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা বাবার থেকে আমাদের উত্তরাধিকার লাভ করি । আমরা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করি । যারা পবিত্র থাকার গ্যারান্টি দেয় তাদের ফটোগ্রাফের এলবাম বানাই । পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার সার্টিফিকেট লাভ করতে পারবেনা । একমাত্র বাবা এসে তোমাদের সুযোগ্য তৈরি করে সার্টিফিকেট দেন । সবার পতিতপাবন সদগতি দাতা একমাত্র বাবাই । পতিতরা সুযোগ্য হয়না । ভারত পতিত, তাই ইনসলভেন্ট এবং দুঃখী হয়েছে, সত্যযুগে পবিত্র ছিল, তাই ভারত সুখী ছিল । এখন বাবা বলছেন পবিত্র হও । এই অর্ডিন্যান্স জারি করো - যারা পবিত্র হতে চায় তাদের নিরাবরণ হওয়া উচিৎ নয় । বিকারের কারনে পুরুষেরা অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে । এই কারণে সেই মাতারা ভারতকে শ্রেষ্ঠ বানাবার কাজে সহায়তা করতে পারেনা । এই ব্যাপারে প্রোব বানানো উচিৎ । যাই হোক, এখনো অনেক বাচ্চার মধ্যে সেই শক্তি আসেনি । যখন তারা গোল্ডেন স্টেজে পৌঁছায়, তারা বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে অন্যদের বোঝাতে সমর্থ হয় । দিন দিন বাচ্চারা নতুন নতুন অনেক পয়েন্ট পেয়ে যাচ্ছে । বাচ্চারা তোমরা জানো যে এটা হলো খাড়াইয়ে চড়া । মাতাপিতাকে তোমাদের ফলো করতে হবে । তোমরা তো মাতাপিতা বলো ! উঁনি বাবা তো ইঁনি মাতা ! যাই হোক, যেহেতু তিনি মেল্ সেইজন্যে কলস মাতাদের দেওয়া হয়েছে । তোমরাও মাতা , পুরুষেরা ভাই । ভাইরা বোনেদের এবং বোনেরা ভাইদের পবিত্রতা রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে । মাতাদের সামনে এগিয়ে দেওয়া হয় । সেইসব লোকেরাও স্ত্রীলোকদের উন্নতিসাধন করে । আগেকার দিনে তারা কখনো ফিমেল প্রেসিডেন্ট বা ফিমেল প্রাইম মিনিস্টার হতো না । আগে রাজাদের রাজ্য ছিল । পূর্বকালে যখন নতুন কোনো ইনভেনশন হতো তারা আগে গিয়ে রাজাকে এই সম্পর্কে বলতো । তারপর তিনি নির্দেশ দিতেন, যন্ত্রের সাহয্যে বহুল পরিমাণে এর উত্পাদন বাড়াতে । এখানে এটা প্রজাদের রাজ্য । কেউ মানে কেউ মানেনা । তোমাদের মেহনত করতে হবে । তোমরা জানো, গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নাম রাখায় কতবড় ভুল হয়েছে ! আমাদের কথা একজন মানবে তো আরেকজন মানবেনা । তোমার উন্নতির সাথে সাথে শক্তিও আসবে । আত্মা বলে, আমি গোল্ডেন এজে যেতে চাই । বুদ্ধির তালা এখন খুলেছে । তোমরা এখন ভালোভাবে জ্ঞান বুঝতে পারো । চরম পরিণতিতে অবশ্যই সবাই বুঝবে । অবলাদের ওপরে অত্যাচার হতে থাকবে । শাস্ত্রে বলা হয়েছে দ্রৌপদীর বস্ত্রখণ্ড খুলে দেওয়া হয়েছিলো । সুতরাং, সেই সময়ে স্মরণ ছাড়া আর কিই বা করা যেত ! মনের গভীরে যদি শিববাবাকে তুমি স্মরণ করো, সেই পাপ তবে জমা হবেনা । তোমরা অন্যের প্রভাব বশে থাকো । হ্যাঁ, তোমাদের নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে । প্রত্যেকের কর্মবন্ধন আলাদা । কেউ কেউ তাদের স্ত্রীদের মারেও; সুতরাং বোঝা যায় যে এই স্ত্রীরা সেখানে উঁচু পদ লাভ করবে । সে কি করতে পারে ? বাবা তোমাদের পবিত্রতা থাকার ভালো যুক্তি বলে দেন । ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা ভাই-বোন, সুতরাং সেখানে কোনোরকম বিকারের দৃষ্টি থাকতে পারেনা । বাবা বলেন, তোমরা যদি এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো তবে অনেক আঘাত পাবে । বুদ্ধিও বলে, তোমরা যদি বেহদের বাবার কথা না শোনো, তবে তোমরা পড়ে যাবে, চোট লাগবে । যদি বারেবারে পড়তে থাকো তবে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী । এটা বক্সিং তাই না ! এই সমস্ত কথা গুপ্ত । এখানে মুখ্য হলো পবিত্রতা এবং

পড়া । অন্য কোনো পড়া নয় । ভক্তরা ভক্তি করে, তবুও বলে ঈশ্বর কণায় কণায় থাকেন । এখন তোমরা নলেজ পেয়ে গেছ । আগে তোমরাও বলতে, ভগবান সর্বব্যাপী, যেদিকে তাকাই শুধু তুমি আর তুমি । সব ভগবানের লীলা । ভগবান ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে লীলা করছেন । আচ্ছা ! কণা হয়ে তিনি কি লীলা করবেন ? তারা বেহদের বাবার সুনাম নষ্ট করে । এও খেলা, তখন বাবাকে আসতে হয় । বাচ্চাদের খুশি হওয়া উচিত্ । তোমরা বাবার ডাইরেকশন পাও - তোমাদের পবিত্র হতে হবে, যদি পবিত্র দুনিয়ায় যেতে চাও ! যেকোন উপায়ে তো স্বর্গে যেতে পারবেনা, তাই না ! তখন কি পদ আর পাবে ! সেটা কোনো পুরুষার্থ নয় । রাজা রাণী হওয়ার জন্য তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে । ড্রামার রহস্য কেউ বোঝেনা । এখন তোমরা জানো, প্রতি কল্পে তোমরা বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করো । বাবা আসেন । দেখ চিত্রও কত সুন্দর তৈরি হয়ে আছে । মানুষকে বড় চিত্রের সামনে নিয়ে এসো । তোমরা সবাই সার্জন আর শিববাবা অবিনাশী গোল্ডেন সার্জন । তোমরাও সার্জন নম্বরক্রমের ভিত্তিতে । এখনও কেউ সম্পূর্ণ গোল্ডেন এজেড হয়নি । তোমাদের সার্ভিস করতে হবে । বোঝানোর সময় প্রত্যেকের নাড়ি বুঝতে হবে । যারা মহারথী তারা ভালভাবে নাড়ি বুঝতে পারবে । তোমাদের সম্পূর্ণ গোল্ডেন এজেড হতে হবে । এখনও তোমরা সেইরকম হওনি । সেইরকম হতে সময় লাগে । মায়ার তুফান তোমাদের খুব হয়রান করে । এইসব কথা বুঝে নিতে হবে । বাবার থেকে পুরো বরসা নিতে হবে এবং সততার সাথে চলতে হবে । তোমাদের ভিতরে খারাপ কিছুই যেন না থাকে । মায়া তোমাদের হয়রান করে কারণ যোগ নেই । আচ্ছা ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বাবার কছে করা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরোনা । পবিত্রতা এবং পড়ার দ্বারা আত্মাকে গোল্ডেন এজেড বানাতে হবে ।

২) বুদ্ধি থেকে সবাইকে সরিয়ে অশরীরি হওয়ার অভ্যাস করতে হবে । যোগবলের দ্বারা মায়ার তুফানের ওপর বিজয় লাভ করতে হবে ।

বরদানঃ- সর্বশক্তির সম্পন্নতার দ্বারা বিশ্বের বিঘ্ন সমাপ্ত করে বিঘ্ন বিনাশক ভব

যারা সর্বশক্তিতে সম্পন্ন তারা বিঘ্ন বিনাশক হতে পারে । বিঘ্ন বিনাশকারীর সামনে কোনো বিঘ্ন আসতে পারেনা । কিন্তু যদি কোনো শক্তি কমজোর হয় তবে বিঘ্ন বিনাশক হতে পারেনা । এইজন্য নিজেকে চেক করে দেখ তোমার সর্বশক্তির স্টক ভরপুর আছে কিনা ! এই স্মৃতি বা নেশায় থাকো সর্বশক্তি আমার উত্তরাধিকার এবং আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান । তারপর কোনো বিঘ্ন তোমার সাথে থাকতে পারবেনা ।

স্লোগানঃ- যারা নিরন্তর পবিত্র সংকল্পের রচনা করে তারাই ডাবল লাইট থাকে ।